Cosmo School

বাংলা ২য়

শ্রেণি: ৬ষ্ঠ

বার্ষিক পরীক্ষা ২০২০

শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব

লেকচার: ২

বিভক্তি

- বিভক্তি হচ্ছে মূল শব্দের শেষে অতিরিক্ত বর্ণাংশ,
- যাকে শব্দ গঠনের একটি ভাষিক উপাদানও বলে, যা–
  - স্বাধীন ভাবে ব্যবহৃত হয়না
  - শব্দের শেষে বসে।

*** প্রত্যয় মূল শব্দের শেষে ব্যবহৃত অতিরিক্ত বর্ণাংশ

*** বিভক্তি মূল শব্দের শেষে ব্যবহৃত অতিরিক্ত বর্ণাংশ

পার্থক্য কোথায়?

সরকারি = সরকার + ই [এখানে 'ই'প্রত্যয়

আমি সরকারি চাকরি করি

আমি সরকার + ই চাকরি কর্ + ই । [এখানে 'ই' বিভক্তি

অর্থাৎ

- আলাদা আলাদা শব্দের সাথে যুক্ত থাকে প্রত্যয়। যেমন: উপরে সরকারি = সরকার + ই শব্দটি যখন আলাদা শব্দ আকারে ছিল তখন তা প্রত্যয় যুক্ত ছিল।
- আর বাক্যের মধ্যে প্রত্যেকটি পদের সাথে বিভক্তি যুক্ত থাকে। যেমন উপরের বাক্যে কর + ই = করি ও সরকার + ই = সরকারি এখানে বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।

Cosmo School

বিভক্তির প্রকারভেদ:

সরকার + ই = সরকারি (শব্দ বিভক্তি)

↓

শব্দ মূল

কর + ই = করি (ক্রিয়া বিভক্তি)

↓

ক্রিয়া মূল

অর্থাৎ,

- শব্দ মূলের শেষে যে বিভক্তি বসে তাকে শব্দ বিভক্তি বলে। যেমন: সরকার + ই = সরকারি।
- ক্রিয়া মূলের শেষে যে বিভক্তি বসে তাকে ক্রিয়া বিভক্তি বলে।যেমন: কর + ই = করি।

Self Test

১. প্রত্যয় কাকে বলে?
২. বিভক্তি কাকে বলে?
৩. বিভক্তি কত প্রকার ও কী কী?
৪. প্রত্যয় ও বিভক্তির মধ্যে পার্থক্য কী?
৫. শব্দ বিভক্তি ও ক্রিয়া বিভক্তি কাকে বলে?
৬. নিচের শব্দগুলোর বিভক্তি আলাদা কর ও কোনটি কোন বিভক্তি তার নাম লিখ।
বাড়িতে, দেখব, যাবেন, মামার, ভিক্ষুককে, খেলি, করি, পড়ল, ছাত্রদের,

Cosmo School

উপসর্গ

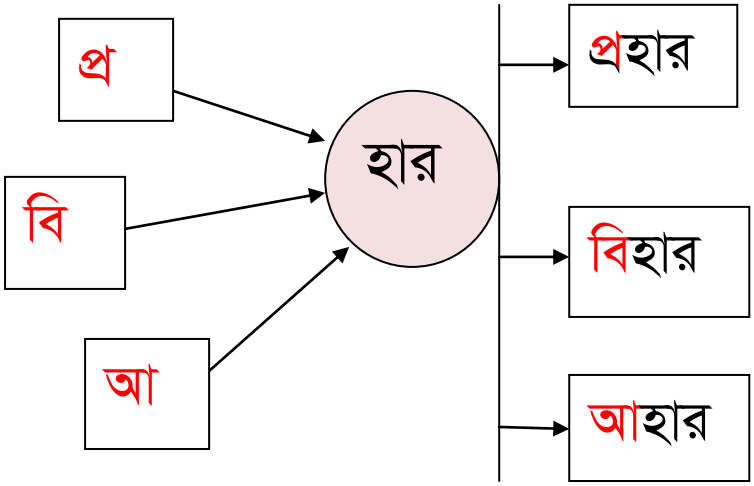

উপরে হার শব্দের আগে প্র, বি, আ তিনটি শব্দ গঠনের ভাষিক উপাদান যা দ্বারা তিনটি নতুন শব্দ প্রহার, বিহার, আহার গঠন করা হয়।

অর্থাৎ, উপসর্গ হচ্ছে–

- কিছু ভাষিক উপাদান ,
- যা কোন একটি শব্দের আগে বসে নতুন একটি শব্দ গঠন করে।
- যাদের নিজেদের কোন স্বাধীন অর্থ থাকে না।
- কিন্তু অন্যের অর্থকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে।

***

- প্রত্যয় ও বিভক্তি বসে শব্দের পরে আর উপসর্গ বসে শব্দের আগে।
- বিভক্তির সাহায্যে নতুন শব্দ গঠন হয় না মূল শব্দটি সম্প্রসারিত হয়।
- প্রত্যয় যোগে কখনো কখনো নতুন শব্দ গঠিত হয় আবার কখনো হয় না।

Cosmo School

সমাস

সমাস শব্দ গঠনের অন্যতম উপায়। সমাস শব্দের অর্থ ছোট করা, মিলন, সংক্ষেপ করা, একাধিক শব্দের একত্রিকরণ।অর্থের এই বিবেচনায়–

➢ যে সব শব্দ নিয়ে সমাস গঠিত হয় তাদের মধ্যে অর্থের মিল থাকতে হয়।

অর্থাৎ সমাস বলতে দুই বা তার চেয়ে বেশি শব্দ একসঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি শব্দ তৈরির প্রক্রিয়াকে বোঝায়।

যেমন:

নদী মাতা যার = নদীমাতৃক

খেয়া পারাপারের ঘাট = খেয়াঘাট

এখানে নদী, মাতা, যার শব্দগুলো একত্রিত হয়ে একটি ছোট শব্দ নদীমাতৃক গঠিত হয়েছে।

নিজে নিজে কর:

সঠিক প্রশ্নের উত্তর লিখ:

১. শব্দের গঠন ও একটি শব্দের সাথে অন্য শব্দের সম্পর্কের আলোচনা ব্যাকরণের কোন অংশে ?

ক) ধ্বনিতত্ত্বে
খ) রূপতত্ত্বে
গ) বাক্যতত্ত্বে
ঘ) বাগর্থতত্ত্বে

২. শব্দ গঠনের জন্য কী কী ভাষিক উপাদান রয়েছে?

i) প্রত্যয়
ii) বিভক্তি
iii) সমাস

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) I
খ) II
গ) I ,II ও III
ঘ) I ও II

৩. প্রত্যয় শব্দের কোথায় বসে?

ক) আগে
খ) পরে
গ) মাঝে
ঘ) শেষে

৪. শব্দের পরে যে বিভক্তি বসে তাকে কোন বিভক্তি বলে?

ক) নাম বিভক্তি
খ) শব্দ বিভক্তি
গ) পদ বিভক্তি
ঘ) ক্রিয়া বিভক্তি

৫. দুই বা তার চেয়ে বেশি শব্দ একসঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি শব্দ তৈরির প্রক্রিয়াকে কী বলে?

ক) বিভক্তি
খ) সমাস
গ) উপসর্গ
ঘ) সন্ধি